ছায়ার আলপনা

অজিত দত্ত

দিগন্ত পাবলিশার্স

সূচীপত্র

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রিয়বরেষু

ছায়ার আল্পনা

জিজ্ঞাসা

যদি এই হৃদয়ের রঙটুকু নিয়ে কোনোদিন
বাতাস উদাস হয়, আকাশ রঙিন,—
শরতে, কি বসন্তের কুহু-কাকলিতে
নতুন জন্মের স্বাদে দুঃস্বপ্নেরে চায় মুছে দিতে,
তবে কি এ পৃথিবীর ছদ্ম নটীবাস
শাস্ত্র শস্ত্র রাজনীতি বাণিজ্য-বিলাস
সেই মুহূর্তের অভিসারে
প্রাণের নিভৃতে এসে খসে' পড়ে' যাবে একেবারে?

যদি এই ভেজা মাটি শিশির দূর্বায়,
অনেক বিপথে ঘুরে' পা দু'খানি পথ খুঁজে পায়—
তবে কোনো প্রান্তরের পারে,
কিংবা কোনো ভুলে-যাওয়া নদীর কিনারে,
মানুষের প্রেমের কি সংসারের বিচিত্র কাকলি,
ধূসর পাহাড়ে ঘেরা গ্রাম কিংবা শ্যাম বনস্থলী,
পুরাতন আকাশ কি পুরোনো তারারা,
ধ্যানের শাসন পেয়ে ছাড়া
হবে নত আমার এ হৃদয়ের পুরোনো পুঁথিতে
কোনো এক নতুন কবিতা লিখে দিতে?

আমি সেই মুহূর্তেরে খুঁজে
শহরে, বাজারে, হাটে, মাঠের সবুজে,
কখনো অরণ্যে, কভু রাজধানী-পথে জনতায়,
ঘুরেছি অনেক ক্লান্ত পায়।
রূপকাহিনীর মায়াপুরীতে নিভৃতে,
কত সোনা-ছাওয়া দিনে, কতো হীরে-ছড়ানো রাত্রিতে,
সহস্রের স্রোতে ভেসে, কখনো বা নির্জন সৈকতে,
দ্বীপে ও মরুতে আর কত তীর্থপথে,
কখনো বা মিনারের চূড়ায় দাঁড়ায়ে
দেখেছি ছু'চোখে খুঁজে, সম্মুখে পশ্চাতে ডানে বাঁয়ে,
শুধু মনে হয় —
বুঝি সে রয়েছে কাছে, বুঝি কাছে নয়।

হোলো কতদিন!
সকালের রোদ আজ বিকালের ছায়ায় মলিন।
তবু জানি প্রাণের সে চরম জিজ্ঞাসা
আজো করে উত্তরের আশা
আকাশে বাতাসে চাঁদে, কখনো বা মানুষের ঘরে,
পাখীর আওয়াজে আর প্রণয়ের মৃদু কণ্ঠস্বরে।
হয়তো জীবনে কিংবা জীবনেরো বড় কল্পনায়
সে-মুহূর্ত আছে যেন, আছে প্রতীক্ষায়॥

হারানো নিমেষ

দিনগুলি সোনা দিয়ে মুড়ে,
মনের দিঘির জলে সারাদিন ফেলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে
অলস শরৎ,—
ছোট ছোট ঢেউ ওঠে বালার মতন,
বড় থেকে বড় হয়ে ছেয়ে যায় মন,
মনের সীমানা ছেড়ে আরো দূরে যেতে খোঁজে পথ।
হৃদয়ের ছড়াবার, সুদূরে যাবার এই খেলা
কখন হারিয়ে যাবে নিভে গেলে শরতের বেলা,
মনের গভীর তলে নিথর আঁধারে
আশ্বিনের এ-আনন্দ হারা হযে যাবে একেবারে।

জীবনের ছোট ছোট অলস নিমেষগুলি ঘিরে
যত খেলা প্রতিদিন, সবি এক ভুলের তিমিরে
বারে বারে কেবলি হারায়,
তারপর শূন্য দিনে, বিষণ্ণ রাত্রিতে
হারানো এ-ক্ষণগুলি চাই ফিরে নিতে
খুঁজে ফিরি আকাশে-তারায়।

ছোটো এই আয়ু, তবু বড় তার আনন্দের আশা,
ক্ষণিকের অনুভব ঘিরে তাই অফুরন্ত ভাষা।

ছায়ার আল্পনা

হারানো নিমেষগুলি খুঁজে
মন তাই ঘুরে মরে জলে-স্থলে, নীলে ও সবুজে।

যদি কোনোদিন কৌতূহলে
মনের ডুবুরি কোনো নামে এই হৃদয়ের জলে,
খোঁজে যদি মনের গহীন,
হয়তো সেদিন —
হারানো সহস্র ক্ষণ, অসংখ্য নিমেষ
পাবে সে উদ্দেশ।
যে-আনন্দ বার বার এ-হৃদয়ে কেবলি হারাই
সে-সম্পদে হয়তো বা হবে তার তরণী বোঝাই॥

বৈকালী

এখন তো পৃথিবীর সব দেশ চেনা হয়ে গেছে,
সকল সৈকত, মরু, সব দ্বীপ, পাহাড় পেয়েছে
মনের চরণ চিহ্নগুলি —
তবুও দিনের শেষে কৌতূহলে ভরা এ-গোধূলি

হয়তো বা কোনোদিন কোনো এক দূরের পাহাড়ে,
প্রান্তরে কান্তারে কিংবা আন্দোলিত সমুদ্রের ধারে
কৌতুকে লিখেছি দু'টি নাম —
সন্ধ্যার তিমির-ছায়ে এখনো কি আছে তার দাম ?
এখনো কি কোনো এক সুদূর বন্দরে
পরিত্যক্ত মুহূর্তেরা স্মৃতির জেটিতে ভিড় করে
সে-দিনের সে-মনের ফিরে আসা খুঁজে ?
এখনো কি এ-হৃদয় প্রাপ্য তার নিতে পারে বুঝে ?

যাযাবর যৌবনের দিনগুলি শুধু পথে পথে
প্রতিরাত্রে কোনো এক নতুন সরায়ে সুরাস্রোতে
পুরাতন মন ধুয়ে নতুন সঙ্গিনী নিল বেছে,
তারা কি এখনো আছে প্রতীক্ষার স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে ?

অথবা কি গোধূলির ধূসর সংশয়ে
সেদিনের প্রেমময়ী দেখা দেয় দ্বিচারিণী হয়ে ?
তারার মতন স্থির, হীরকের মত শুচিস্মিত
সেদিনের কথাগুলি এখন কি মলিন, স্তিমিত ?

ধূসর সন্ধ্যার ছায়ে দু'নয়নে দৃষ্টি আজ ম্লান,
কভু ভাবি সবি আছে, কভু দেখি নিঃস্ব এ-পরাণ
তমসার জন্মান্তরে দিবসের উত্তরাধিকার
নিরুদ্দিষ্ট উচ্ছৃঙ্খল এই মনে পাবো কি আবার ?

পাখী আর তারা

মলিন দিনের থেকে বিবর্ণ সন্ধ্যার ফাঁদ ছিঁড়ে
কোমল নিবিড় স্তব্ধ কোনো এক অন্ধকার নীড়ে
এখন পাখীরা শুধু চলে আর চলে আর চলে,
ধূসর স্মৃতির জীর্ণ জাল ছিঁড়ে যায় দলে দলে।

তবুও এ শহরের শাখায় শাখায় ওরা সারাদিন ছিল,
আমার এ দক্ষিণের জানালার কাছে বুঝি বিভ্রান্ত কোকিলও
একবার দুইবার তিনবার ডাক দিয়ে গেছে।
সোনার রৌদ্রের দিঘি ঘুরে ঘুরে এই ঘাট নিয়েছিল বেছে ;
তাদের হয়েছে শেষ বিলাসের ক্ষণ,
আমার জগৎ থেকে ক্লান্ত তারা করে পলায়ন।

আমার হয়নি শেষ, আমার হয়নি শেষ,
আমার হয়নি শেষ পাওয়া,
মেটে নাই আকাঙ্ক্ষার সব দাবি-দাওয়া।
আমি আজো ভালোবাসি, আজো ভালোবাসি ভালোবাসা,
দুর্ণিবার উপভোগ বাসনার অক্ষুণ্ণ পিপাসা
আয়ুর মুহূর্তগুলি গেঁথে রাখে মালার মতন,
নিরন্তর মনে মনে শুনি জীবনের আমন্ত্রণ।

যত হৈম মুহূর্তেরা আসে এই প্রাণের কুটিরে
যাযাবর সেই সব অস্থির চঞ্চল অতিথিরে
কোনোদিন যেতে দিতে হয়।
দিবসের বন্ধু তারা, ম্লান সন্ধ্যা তাহাদের নয়।
এ বিবর্ণ দিন থেকে পলাতক তাই দলে দলে
চঞ্চল পাখীরা শুধু চলে আর চলে আর চলে।
তাদের ডানার ঘায়ে কম্পিত আকাশে
স্থিরজ্যোতি নক্ষত্রের ফোটার সময় হয়ে আসে॥

প্রাংশুলভ্যে

কোনো এক সুদূর আকাশে
ছোট ছোট তারা যদি সূর্যপ্রভ হয়,
তবে স্ফুলিঙ্গের মতো যত তৃপ্তি এ-হৃদয়ে আসে
প্রাণের অনন্তলোকে তা'রা কি শাশ্বত সূর্য নয় ?

সামান্য এ জীবনের উত্তরাধিকার,
ইন্দ্রিয়ের মাধুকরী একমাত্র সম্বল যাত্রাব।
সংকীর্ণ গণ্ডিতে বাঁধা সুখের পবিধি,
ছোট আশা আমাদের অনন্ত তৃষ্ণার প্রতিনিধি।
জীবনের ছাযার প্রাচীরে
মনোরথ বারবার প্রতিহত হয়ে আসে ফিরে।
গ্লানিভরা দিন,
স্বপ্নের সান্ত্বনা ভরা রাত্রিগুলি মূর্ছায় বিলীন।
আয়ুর আকাশ-ছাওয়া তুচ্ছতার কালি
যদি কভু ছিন্ন ক'রে আসে আনন্দের এক ফালি,
জ্যোতির্ময় সে-মুহূর্তে শুধু মনে হয়—
তারা যদি সূর্য হয়, এ-আনন্দ সূর্য কেন নয় ?

জীবিকার দুঃখ-সুখ চতুরালি ভরা যত দিন —
ভঙ্গুর প্রেমের ছোট আনন্দেরে করে প্রদক্ষিণ।

সেই ভালোবাসা আর ভালোলাগাটিরে
যত্নে রাখি ঘিরে
দৈনন্দিন জীবনের কঠিন নির্মোকে,
সে-আনন্দে সুর বাঁধি, সে-আলোয় দীপ্তি আনি চোখে।
তারে ঘিরে সামান্য এ-ভাষা
উদ্বাহু বামন সম অনন্তের স্পর্শের প্রত্যাশা।

আজ মনে হয়,
যদি এ তৃপ্তির স্বাদ না পেতো হৃদয়,
যদি হৃদয়ের উপপ্লবে
এই ভালোলাগা আর ভালোবাসা মুছে যেতো, তবে —
কেন্দ্রহীন এ-জীবন চিরন্তন ভ্রান্তির প্রলয়ে
যেতো না কি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে ?

তাই আজ জীবনের যত আবর্জনা
তারো মাঝে খুঁজে ফিরি ছোট এ সান্ত্বনা —
ছোট ছোট তারাগুলি কোনোখানে যদি সূর্য হয়,
প্রাণের অনন্ত নভে এ-আনন্দ সে কি সূর্য নয় ?

দেন্‌দার

যা পেয়েছি তাই যদি রোজ বাঁচাই,
কিছুই যদি না চাই,
হয়তো তবে সেই ছোট্ট সঞ্চয়ে
ঋণের বোঝার এই গুরুভার মিলায় লঘু হয়ে।

কেমন করে' কী সৌভাগ্যে জানি
সবারই দান সবারই ঋণ পেলাম অনেকখানি ;
হৃদয়-ভরা সে-ঐশ্বর্য মুহূর্তে ফুৎকারে
বিলিয়ে দিলাম সবার দ্বারে দ্বারে।
দেনার স্মৃতি থাকলো শুধু, এক নিমেষের মতো
দীন-দুনিয়ার বাদ্‌শা সেজে খেলাম থতোমতো ;
নিলাম যা তা হোলো না আর শোধ,
দিলাম যা তার হিসেব রাখেন প্রাণের মালিক খোদ

সবার কাছেই তাইতো অপরাধী,
দেনার খতের মাম্‌লাতে আজ দীন্‌-দুনিয়া বাদী।
তবুও এই প্রাণের স্বভাব যায় না কোনো কালে,
দিল-দরিয়ায় উজান এলে ফুর্তি লাগাই পালে।
নতুন দেনায় খাতক হয়ে ফের
দুনিয়াদারির নতুন খোঁজে বেড়াই মুসাফের॥

কালোরাতের কবিতা

অন্ধকার নীরন্ধ্র কী হয় ?
রাত্রেও তো তারা ফোটে, নিশা মেঘে বিদ্যুৎ তো রয়।

তমিস্র জীবনে তাই আজো বুঝি কভু স্বপ্ন দেখি,
অন্ধকার বর্তমানে দীপ জ্বালি এখনো সাবেকী।
যখনি শরতে আসে নীলাকাশ, ফাগুনে দখিনা,
মনের সে দীপে খুঁজি কাঙ্ক্ষিতার সাড়া পাই কিনা।
অকস্মাৎ হৃদয়ের আলোড়নে স্নেহস্পর্শ পেলে
এখনো উৎসাহে ডাকি —'এলে ? তুমি এলে ?'

জীবনের দিবা হলে শেষ,
সূর্যের প্রখর আলো যখন নিঃশেষে নিরুদ্দেশ,
তখনো তো মনের পিপাসা
কেঁপে কেঁপে খুঁজে ফেরে চেনা মুখ, পরিচিত আশা।
তারা কি ফেরে না আর ? মিছে কথা, কত শতবার
কত শুভদৃষ্টি মাঝে জীবনের ঘোচে অন্ধকার।
কত লগ্ন দর্পণের মত
পিছের আনন্দটিরে করে' তোলে মুহূর্তে জাগ্রত।

যেমন জীবন দিয়ে ঊষায় মধ্যাহ্নে দ্বিপ্রহরে
আলোরে বেসেছি ভালো, সেই তীব্র আসক্তি অন্তরে

আঁধারেও তেমনি উদ্দাম,
এখনো নক্ষত্র আছে, তুল্যহীন সে আলোরও দাম।
এখনো সমস্ত সত্তা আশা প্রেম স্বপ্ন স্মৃতিময়,
হীরক খচিত রাত্রি — সে কি কভু রন্ধ্রহীন হয় ?

নেশা

আফিঙের লাল ফুলে যেন এক অলস মৌমাছি
স্বপ্ন দেখে আর দেখে। শিহরিত পাখার রেশমে
রোদের সোনার বুটি বুনে যাওয়া শেষ হয় ক্রমে,
সূর্য বুঝি গেল চলে পশ্চিম-প্রান্তের কাছাকাছি।
ভুলের সুতোয় গাঁথা জীবনের সরু মালাগাছি
এখনি শুকায়ে যাবে সংসারের সর্বভুক হোমে।
আয়ুর প্রবাহে আঁকা যত ছবি স্বপ্নের কলমে
যতক্ষণ না হারায়, মনে হয় যেন বেঁচে আছি।

রামধনুরঙে মেশা এই নেশা অভিশাপ আনে,
ব্যর্থতায় মুছে যায় ধর্ম-অর্থ-সমাজ-সংসার।
ভুলের দ্বিতীয় স্বর্গ তবু গড়ে' চলা বারবার,
স্রষ্টার যে প্রতিদ্বন্দ্বী মুক্তি তার আছে কোনখানে ?
কৃতিত্বে কি কর্মে যার নাই দাম, নাই কোন মানে
নেশার সে নির্বাসনে খোঁজা চিরন্তন অধিকার॥

স্বীকৃতি

কখনো মুহূর্ত কোনো সবিতার দীপ্তি নিয়ে আসে,
নতুন পৃথিবী গড়ে নব সৌরতেজের উদ্ভাসে।
পুরাতন জগতেরে অস্পষ্ট সুদূর মনে হয়,
লগ্নে লগ্নে নবজন্ম, নব নব দৃষ্টির বিস্ময়।

এ অরণ্যে একদিন ঝড়ে
আকাঙ্ক্ষার শাখাগুলি উদ্দাম হয়েছে বায়ুভরে।
সেদিন সে লুপ্ত ক্ষণ হয়তো এনেছে
অনেক কথার ফুল ঝরে-পড়া সব ফুল বেছে।
সহসা তাকায়ে পিছে আজ যদি দেখি —
মনে হয় সেই ফুল এ হৃদয় আজো রেখেছে কি ?
ছেঁড়া কথা শরতের মেঘের মতন
এক পাশ জোড়া দিতে ছিঁড়ে যায় অন্য এক কোণ

তবু এই ধরণীরে নিত্য নব রূপে দেখেছি যে
এ জীবনে সে সৌভাগ্য কী যে,
কী যে তার দাম,
সামান্য সে স্বীকৃতিরে হেথা রাখিলাম।

আজো কোনো মুহূর্ত যে নিয়ে আসে অন্যতর কথা
জীবনের কানে কানে নবরূপা পৃথ্বীর বারতা,
সেই তো এ জীবনের সৌভাগ্য অপার।
কথায় হারায় যদি হৃদয় তো জন্মে বার বার॥

পতঙ্গবত্তা

শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় ভোগসঙ্গী হে মোর ধরণী!
কখনো হত্যার রক্তে কলঙ্কিনী, কভু নিপীড়িতা,
কভু বীরভোগ্যা, ভ্রষ্টা, মিথ্যাময়ী, নিষ্ঠুর বনিতা
বিচ্ছিন্ন করেছো আত্মা, তবু তুমি প্রাণের ঘরণী।
সহস্র বঞ্চনা মাঝে ক্ষণিক প্রসাদটুকু গণি'
সে-ক্ষুদ্র তৃপ্তিরে ঘিরে' গেয়ে চলি জীবনের গীতা,
সহস্র-চারিণী তুমি উদাসিনী, অন্তরে জানি তা,—
তবু, হে ইন্দ্রিয়ভোগ্যা, জীবনের তুমি মধ্যমণি।

বিক্ষুব্ধ, বিক্ষত আমি এ-প্রেমের শাশ্বত আঘাতে,
ক্ষণে ক্ষণে ব্যর্থ লগ্ন, পদে পদে গ্লানির বেদনা,
মহার্ঘ্য আয়ুর মূল্যে যা দিলে কৃপণ করুণাতে
সামান্য সে, তবু জানি তারি লাগি দীর্ঘ দিন গোণা।
এখনো বাঁচার নেশা পৃথিবীর প্রেমের সভাতে,
আকাঙ্ক্ষার ফুলে আজো তোমারি কণ্ঠের মালা বোনা।

ভালো লাগা

এই ভালো, জীবনের ভালো-লাগা ভুলগুলি নিয়ে
খুশির শেফালি বনে বেঁচে থাকা ছন্দ কুড়িয়ে।
জীবনের পাঠশালে যতো পড়া — সবি এলোমেলো —
কিছু হোল ভুল শেখা, কিছু ভুল মানে নিয়ে এলো।
কেবলি খেলার মোহে পৃথিবীর উঠোনে বাগানে
পাঠশালা ফাঁকি দিয়ে দিন কেটে গেল গানে গানে।
নামতার ছড়াগুলি কবিতায় হোলো একাকার,
জীবনের অভিধান না বোঝায় বোঝা গুরুভার।
তবু এ-ই ভালো লাগে, আমার এ প্রিয় ভুলগুলি
ভুলের আবিরে রাঙা অপরূপ জীবন-গোধূলি।

কত পথ হোলো চলা ! পথে পথে ছিলো বুঝি আঁকা
মহাজন-পদাবলী, তবু পথ হোলো আকাবাঁকা।
বনপথে কতো চারু চরণের ছায়া খুঁজে খুঁজে
নতুন ভুলের দিকে কতোবার গিয়েছি তবু যে।
কতো নীল দিন আর কতো যে নিবিড় তমসায়
ঝরা-ফুল, খসা-তারা গেঁথে গেঁথে দিন কেটে যায়।

ভালো লাগে ভালো লাগে — এই কথা গুন গুন করে'
আসে মন ভরে'।

মন ভরে' আসে যেন শ্রাবণের নদী,
প্রাণ ভরে' ছুঁয়ে যায় চেতনার সীমানা অবধি,
অসীম খুশির সুর গুন গুন করে
আসে মন ভরে'।

এই খুশি ভুল যদি, এই পাওয়া ভুল যদি হয়,
তারাভরা রজনীতে মায়া বোনা যদি অপচয়,
তবু তো সে ভুলের খুশিতে
প্রাণের প্রদীপ জ্বলে উদাসী আমার পৃথিবীতে,
যদি ভুল হয় —
ধ্রুব বলে মনে হওয়া মিছে কথা শুধু গুটি কয়,
তবু সেই ভুলগুলি জীবনের থেকে মুছে নিলে
সকল খুশির আলো নিবে যাবে আমার নিখিলে।

তাই এ-ই ভালো লাগে, জীবনের ভুলগুলি নিয়ে
খুশির শেফালি বনে বেঁচে থাকা ছন্দ কুড়িয়ে ॥

ভ্রান্তিবিলাস

আমার আকাঙ্ক্ষাগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিষ্ঠুর হাওয়ায়
নিষ্ফল মেঘের মতো হৃদয়ের আকাশে মিলায়।

আয়ুর পরিধি হ'তে অবাধ্য বাহুতে
মৃত্যু-তীর্ণ কল্পনারে ছুঁতে
বারংবার অক্লান্ত প্রয়াসে
কামনা স্তিমিত হয়ে আসে।
স্বভাবত উচ্ছৃঙ্খল মন, তবু কঠিন শাসনে
রাত্রিদিন রেখে সন্তর্পণে,
সংশয়ের বিভীষিকা আনি'
উন্মুক্ত দৃষ্টির পরে কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা টানি'
গড়ে চলি এতোটুকু নীড়।
যেখানে অসংখ্য ছোট নির্জীব আশার শুধু ভিড়
সেখানে মলিন শয্যা পেতে
আত্মপ্রসাদের তীব্র সুরার ভ্রান্তিতে থাকি মেতে।

আমার এ-উপদ্বীপে যাযাবর তাতারের মতো
নিষ্ঠুর দুর্দমনীয় প্রেম এলো কতো!
এলো কতো দুর্নিবার উদ্ধত বাসনা,
সম্ভ্রমের রুদ্ধদ্বারে অবজ্ঞায় হোলো অভ্যর্থনা।

তারপর সুখ খুঁজে খুঁজে
রাত্রিদিন স্রোতে ভেসে চলি চোখ বুজে ;
সর্বগ্রাসী আগুন নিবাতে
হৃদয়ে শ্রাবণ আনি নিদ্রাহীন রাতে।

মাঝে মাঝে শুনি যেন আর্তনাদ কার!
অকস্মাৎ মনে হয়, ভেঙে দিয়ে দ্বার
বিদ্রোহী কল্পনাগুলি যদি কোনো মতে
সহসা ছড়ায়ে পড়ে সত্তাব্যাপী বিস্তীর্ণ জগতে,
তবে কি সে দাবাগ্নির উদ্দাম আহবে
প্রাণের এ আয়োজন ভস্ম হয়ে গিয়ে ধন্য হবে ?

অগোছাল

অগোছাল মনটারে ভাই
কেবলি গোছাই।
বড় বড় ভাবনার আসবাবগুলি —
দাম যার ব্যাঙের আধুলি —
এক কোনে রাখি জড়ো করে',
ছোট ছোট খুশিতেই মন রাখি ভরে'।
বাসনার ছোট আলমারি —
সেটুকু সাজাতে ভাই সারাদিন খাটি যত পারি।
মনের এ কুঠুরিটি ভাই
চিরকাল অগোছাল, সেখানে যে তালাচাবি নাই।

ছড়ানো স্মৃতির কণা, হারানো নিমেষ যেথা পাই
খুঁটে খুঁটে কেবলি কুড়াই।
কত যে ঝড়ের রাতে এলোমেলো হয়ে যায় সবি,
অনেক হারায়, শুধু পাওয়া যায় গোটা কয় ছবি।
টুকরো ছড়ানো কথা গুটি কত পাই হেথা হোথা,
যত পাই, তার বেশি ভুল করে' ফেলে দি অযথা
কত যে ভাসায়ে নেয় দখিনা হাওয়ায়,
পর্দা তো নেই ভাই হৃদয়ের খোলা জানালায়।

অনেক নতুন কথা, অনেক নতুন ছবি ভাই
রোজ এনে এখনো জমাই।
যতই জিনিস বাড়ে সবি তত হয় অগোছাল,
আজ যা উপরে রাখি তলায় তা চলে যায় কাল।
কেবলি পাওয়ার লোভে পৃথিবীর পথে পথে ঘুরি,
মাধুকরী করে এনে ভরে রাখি মনের কুঠুরি।
এখানে ওখানে করি এ জীবনে যত কিছু লাভ,
সকলি কুড়ায়ে এনে জমা করা প্রাণের স্বভাব।
হৃদয়ের কুঠুরিটি ভাই,
হোক ছোট-পরিসর, উপরে যে ছাদ তার নাই॥

সাধারণ

সাধারণ হাবভাব, সাধারণ হালচাল সবি,
সাধারণ আচরণ, একজন সাধারণ কবি।
সাধারণ আশাগুলি সাধারণ ভাষা দিয়ে বলা,
সাধারণ হাসি আর কান্নার সিধে পথে চলা।
সাধারণ জীবনের ব্যথা আর উল্লাস নিয়ে
ছোট ছোট কথা গেঁথে চলা শুধু ছন্দ বানিয়ে ;
সাধারণ মন নিয়ে হৃদয়ের খোলা দরবারে
সকলের সাথে মিশে এক হয়ে যাওয়া একবারে।

আকাশের পরপারে জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে,
মনীষার ছায়াপথে কতো কথা গিয়েছে হারিয়ে,
বিন্ধ্যের কতো চূড়া পথে যেতে জয় আছে বাকি,
সব অসাধারণের ছায়া থেকে দূরে দূরে থাকি।
সাধারণ আকাশের সনাতন চাঁদ আর তারা,
সাধারণ প্রণয়ের রাতজাগা চোখের পাহারা,
চলমান জীবনের খুঁটিনাটি মান অভিমান
তাই দিয়ে বোনা শুধু কতগুলো সাধারণ গান।

সাধারণ মানুষেরা হয়তো কয়েকদিন পরে
চলে যাবে সময়ের সাধারণ সিধে পথ ধরে',
আসবে হয়তো সব অনন্য-সাধারণ লোক —
যুগান্ত কল্পের অদ্ভুত মেয়ে ও বালক।
হয়তো সেদিন প্রেম হবে অসাধারণ কতো না !
তার সাথে একটুও জীবনে হবে না জানাশোনা।
রাতের আঁধারময় বন্যা কি আসবে তখনো ?
সে-বানে কি ডুববে না মনের বিজন দ্বীপ কোনো ?

আমরা যে সাধারণ সেই কথা যত মনে ভাবি
প্রকৃতির রাজকোষে ততবার খুলে যায় চাবি,
শরতের নীলটুকু ততবার চোখের তারায়
আপনারো অজানিতে কখন চকিতে মিশে যায়।
সাধারণ গৃহতলে বধূর হৃদয়টুকু ঘিরে'
মনে মনে মালা গড়ি আকাশের তারা ছিঁড়ে ছিঁড়ে।
সে তারা কি নিবে যাবে এ-হৃদয় মুছে যায় যদি ?
অনন্য-সাধারণ থাকবে কি প্রলয় অবধি ?

কত কথা শেখা হোলো, কত পুঁথি পড়া হোলো শেষ,
কত ইতিহাস এলো, চলে গেলো। কতো মহাদেশ
গৈরিকে, কখনো বা উজ্জ্বল বর্শার ধারে
কত অনুশাসনের লিপি গেলো লিখে বারে বারে।

তবু এই সাধারণ নীড় — সে তো মানে না শাসন,
পুরোনো স্নেহের মোহে চিরদিন রয় সাধারণ,
ছোট ছোট সুখ আর দুঃখের আল্পনা এঁকে
অনুশাসনের যত ক্ষত রাখে ভুল দিয়ে ঢেকে।

আমরা যে সাধারণ — গৃহে, আর সাধারণ — প্রেমে,
মাঠে-ক্ষেতে-নদীতটে-বস্তিতে-কুঞ্জে-হারেমে,
সে-ই শুধু আমাদের পরম-চরম পরিচয় —
ঘূর্ণিত সংসার-চক্রকীলক শুধু নয়।
এই রথ চলে যাবে, গুঁড়ো হবে চাকা একদিন,
পথে পথে ক্ষয় হয়ে ইতিহাসে হবে সে বিলীন।
তখনো কি সাধারণ গৃহে কোনো মানব-মানবী
খুঁজবে না কোনোখানে একজন সাধারণ কবি ?

রাজা আর রাণী

এক ছিলো রাজা আর এক ছিলো রাণী,
এইটুকু জানি।

তারপরে যতো কথা — ইতিহাসে-কাহিনী-পুরাণে,
নানামতো জল্পনায় নানা অনুমানে
মিশে গেছে ছায়াচ্ছন্নতায় —
রাজা আর রাণী ছিলো এইটুকু শুধু জানা যায়।

সেই রাজা আর রাণী, কেউ বলে গেছে,
সত্যপালনের ছলে জীর্ণচীরে ঘুরে বেড়িয়েছে
অরণ্যের মর্মর-সম্বল রিক্ততায় ;
সর্বব্যবধানহীন সান্নিধ্যের শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনায়
তারা নাকি তৃপ্ত-চিত্তে ছিলো বনবাসী,
হৃদয়ের তপস্যায় তন্ময় সন্ন্যাসী।
তারপর এলো এক দুস্তর সিন্ধুর ব্যবধান,
দৈবের কবল থেকে ছিঁড়ে-আনা ফিরে-পাওয়া প্রাণ
একদিন কবে নাকি গুরুভার সিংহাসন তলে
চূর্ণ হয়ে মিশে গেছে মাটি-বায়ু-জলে।

কারো মুখে শুনেছি কাহিনী,
সেই রাজা আর রাণী, সর্বস্ব দানের ঋণে ঋণী,
দাসমূল্যে পৃথিবীর পণ্যের বাজারে
বিক্রীত, বিচ্ছিন্ন হয়ে মিশে গেছে দুই অন্ধকারে।
তারপরে একদিন শ্মশানের বিদ্যুৎ উদ্ভাসে
বিচ্ছেদের চেয়ে তীব্র মিলনের কশাঘাত আসে।
এইখানে কেটে গেছে ছবি,
তারপর যা শুনেছি অবান্তর সবি।

আবার শুনেছি কারো মুখে,
সেই রাজা আর রাণী লুকোচুরি খেলার কৌতুকে
যমুনা-সৈকতে আর তমাল-তলায়
ছদ্ম ব্যবধান গড়ে চুরি করা সঙ্গ পেতে চায়।

আরো যে সহস্র লক্ষ কত কাব্যে গানে,
কত মতো ইতিহাস কত ছবি আনে ;
কত আনে মিলন-বিরহ,
কত যে আকাঙ্ক্ষা, কত তৃপ্তির উজ্জ্বল সমারোহ।

কখনো বা সেই রাণী ঘুঁটে-কুড়ানির ছদ্মবেশে
বঞ্চিত প্রেমের শেষ তৃপ্তি নিয়ে চলে যায় ভেসে
আকাশের তারার আলোক লক্ষ্য করে'।

কখনো বা সেই রাজা পৃথিবীর পথে পথে ঘোরে
পাতালে লুকোনো তার রাণীর সন্ধানে ;—
চকিতে তাদের দেখি বারংবার গাথা-কাব্যে-গানে

শুধু কি গাথায়-গানে ? শুধু ইতিহাসে কল্পনায় ?
আজো পৃথিবীর পথে যাযাবর তারা চলে যায়
রূপ হতে রূপান্তরে নিত্য নব সুখ-দুঃখ গেঁথে,
তাদের বাঁধেনি আজো কোনো চক্রী কোনো ফাঁদ পেতে।
তারা চলে যুগ হতে যুগান্তরে, দেশ হতে দেশে
বিচিত্র লীলার ছলে, লক্ষ ছদ্মবেশে।

তবু তারা রাজা আর রাণী,
এইটুকু জানি।
আমাদের কাব্যে-গানে, আমাদের কল্পনা-বিলাসে,
বারবার তারা ফিরে আসে।
যখন যেখানে থাক, মিলনে-বিচ্ছেদে যে-সময়,
তবু তারা রাজা রাণী, এ তাদের সত্য পরিচয়।
সমস্ত পৃথিবী আর সমস্ত তারার যত জ্যোতি
সব দিয়ে তাদেরি আরতি।
পৃথিবীর উপভোগে তাদেরি শাশ্বত অধিকার,
ফুল-ফল জ্যোৎস্না রৌদ্র এ বিশ্বের ঐশ্বর্য সম্ভার
সকলি তাদের, শুধু এইটুকু জানি —
সেই একজন রাজা, আর তার রাণী ॥

ভয়

শাস্ত্রের প্রশস্ত পথে, সংস্কারের কবচে দুর্জয়,
মানুষের মর্মচ্ছেদী রুধিরের সঞ্জীবনে বলী,
রাজধর্মে পুরস্কৃত, শূদ্রত্বে ও দারিদ্র্যে অক্ষয়,
সভ্যতার দিগ্বিজয়ী চলে আত্মা দলি'।
অসূর্য্যম্পশ্যা যে চিন্তা, সে-ও ক্ষুব্ধ আড়ষ্ট শাসনে,
ভাষা ক্লিষ্ট, কর্ম পঙ্গু, সঙ্কুচিত প্রাণ,
রাষ্ট্রে ও সমাজে, প্রেমে, জন্মে ও মরণে,
ভয় সর্বাধিক শক্তিমান্।

জীবনে সে চক্রবর্তী, অধিকাংশ আয়ু তার দাস,
স্বপ্নে কিংবা জাগরণে, প্রমোদে অথবা জীবিকায়,
ব্যাহত বিক্ষুব্ধ করি স্বাচ্ছন্দ্যেরে করে সে বিলাস,
নির্জনে সে কভু আসে, কভু জনতায়।
মৃত্যুর মুখোসে আসে, কখনো বা অপমান রূপে,
কখনো নিন্দায়, কভু রাষ্ট্রের নিষেধে,
উড্ডীন মনেরে ল'য়ে বারংবার ফেলে অন্ধকূপে—
গতিরে সন্দেহ দিয়ে বেঁধে।

অশরীরী সরীসৃপ — নাগপাশে জড়ায় জীবন,
আঁধারের গুপ্তচর — আড়ি পাতে মনোবাতায়নে,
চরিত্র ও কামনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে করে বিচরণ,
আত্মায় সে পারত্রিক, লৌকিক সে মনে।
অন্তরে প্রবেশ করে লোভের সশস্ত্র পাহারায়,
ত্রিপাদে আচ্ছন্ন করে স্বর্গ মর্ত্য আর রসাতল,
দুর্বার বর্গির মতো প্রাণের চতুর্থ মূল্য চায়,
মুক্তিহীন হিংস্র সে কবল।

মৃত্যু-ভয়? আয়ু বুঝি জীবনের সর্বোত্তম প্রেয়?
রাষ্ট্রভয়? ব্যক্তি বুঝি সতরঞ্চে হীন ক্রীড়নক?
প্রেতভয়? বর্তমান —
সে কি অতীতেরও চেয়ে হেয়?
লোকভয়? নিন্দুক কি আত্মার চালক?
তাই বুঝি সত্য! তাই ক্লিষ্ট প্রাণ, নিরুদ্ধ নিশ্বাস,
অভিশপ্ত সত্তা ঘিরে' গ্লানির কালিমা।
সম্মুখে সবিতা, তবু দু'চোখে ঘনায় অন্ধ ত্রাস,
জীবনের খুঁজি ছোট সীমা।

আত্মার প্রত্যয় যেন ক্রমে জীর্ণ, কম্পিত, শিথিল,
সত্যের স্বরূপ ক্রমে অস্পষ্ট, অদৃশ্য হ'য়ে আসে,
নিরাপদ পিঞ্জরের গণ্ডিতে মানুষ আঁটে খিল,
অস্তিত্বে সান্ত্বনা খোঁজে আয়ুর তরাসে।

ছায়ার আয়না

ছায়ার দানব যেন গড়ে প্রদীপের ক্ষুদ্র শিখা
আপনারে বন্দী করে আত্মজ আঁধারে,
প্রাণের দীপ্তিরে ঘেরি রক্তবীজ জন্মে বিভীষিকা
তথাপি সম্রাট মানি তারে।

জীবন্মৃত এ-জীবনে মিছে রচা স্বাতন্ত্র্যের বেদ,
মিথ্যা প্রণয়ের ক্ষীণ রক্তশূন্য নির্জীব উচ্ছ্বাস —
ধূলির দুর্গের মতো না ধ্বসিলে ভীতির বনেদ,
চিত্তে চিত্তে ত্রস্ত যদি নাহি হয় ত্রাস।
সত্য যদি মেঘাচ্ছন্ন করে রাখে ভীতির ভ্রূকুটি,
আশঙ্কার খল যদি সিংহচর্মে বাঁচে,
চিন্তা যদি না দাঁড়ায় সমুন্নত গর্বভরে উঠি',
অবশিষ্ট জীবনে কী আছে ?

খাণ্ডব দাহন

ভস্মসাৎ হয়ে যায় মহারণ্য, ছোটে জীবদল —
ভল্লুক-শার্দুল-সিংহ-হস্তী-সর্প-নকুল-গণ্ডার —
বিভ্রান্ত যে দিকে ছোটে সম্মুখে নিষ্ঠুর দাবানল
বুভুক্ষু জিহ্বায় করে লালসার উল্লাস উদ্গার।
নীড়ে নীড়ে পক্ষিদল ডিম্ব আর শাবকের 'পরে
দুর্বল দু' পাখা মেলি আর্তনাদে প্রাণ ভিক্ষা চায়,
দেবতা তৃপ্ত্যর্থে আজ গাণ্ডীবীর অগ্নিময় শরে
লক্ষ লক্ষ জীবাশ্রয় খাণ্ডব অরণ্য পুড়ে যায়।

শ্বাপদ-শকুন্ত আর সরীসৃপ পতঙ্গ উদ্ভিদ —
নগণ্য জীবন এরা অবান্তর সৃষ্টি এ জগতে।
কোথা বীর ধনঞ্জয়, রাজপুত্র, শাস্ত্র-শস্ত্রবিদ্,
কোথা পশু-পক্ষী-কীট, হীনযোনি সর্বধর্ম মতে।
কুরু-সিংহাসন তরে কোনো হত্যা-প্রতিযোগিতায়
এ সামান্য জীবদের কখনো হবে না প্রয়োজন,
উৎসবে ব্যসনে রাষ্ট্র-দ্বন্দ্বে কিংবা মন্ত্রণা-সভায়
যে-জীবন অবান্তর তুল্য তার বাঁচা ও মরণ।

তাই এই ধ্বংস-যজ্ঞ ন্যায়ে ধর্মে সর্বথা সম্মত,
তাই হে অর্জুন, তুমি মহাকীর্তি পুরাণ-নায়ক।
দুর্বলের উৎপাটনে জগতে থাকে না কোনো ক্ষত,
কীর্তি তত সুমহান্ যত তীক্ষ্ণ মারণ-শায়ক।
কোটি জীবনের পণে বীর্যবান নিত্য খেলে পাশা;
যুগে যুগে যত খেলা তত ঘোচে ধরণীর ভার,
হারে-জিতে নেশা বাড়ে, বেড়ে চলে জেতার পিপাসা,
নির্বোধ পণের বাজি তবু মূঢ় জন্মে বার বার।

তাই এ খাণ্ডব যদি ধ্বংস হয়, লক্ষ লক্ষ প্রাণ
হে পার্থ, তোমার কীর্তি করে দেবে আরো সুবিপুল।
সেই ভালো, শান্ত নভে থেমে যাক পাখিদের গান,
নগণ্য জীবন-লীলা হয়ে যাক নিঃশেষে নির্মূল।
জীবনের অবশিষ্ট চিহ্ন থাক এক মুঠো ছাই,
কালান্তক ধনুর্ধর তুমি লভ দৈব আশার্বাদ।
খাণ্ডবের হত্যালীলা ঘোষুক তোমার মহিমাই
বীরের খ্যাতির গর্বে ডুবুক হীনের আর্তনাদ।

কয়েক প্রহর আগে, এখানেও ছায়াচ্ছন্ন নীড়ে
সহজ বাৎসল্য-প্রেম, আশা-স্বপ্ন, শৈশব-যৌবন,
সবি ছিল প্রাণোচ্ছল, ছিল মূঢ় জীবনেরে ঘিরে
আনন্দের আকাঙ্ক্ষার স্পন্দিত ছন্দিত আবরণ।

স্রষ্টার খেয়ালে গড়া বিচিত্র বর্ণাঢ্য ছিল প্রাণ,
ছিল তৃপ্তি কামনার, উপভোগ ছিল ইন্দ্রিয়ের,
শান্তি ও সংগ্রামে মেশা দুঃখ-সুখ, পতন উত্থান,
এখানেও ঊর্মি ছিল অফুরন্ত জীবন স্রোতের।

সৃষ্টিকর্তা বিধাতারো আছে বুঝি কিছু লজ্জাবোধ
ক্ষণিক ভ্রান্তির বশে অবান্তর জীবন-সৃজনে,
মানব-শক্তিরে তাই সেও বুঝি করে তোষামোদ,
ধ্বংসের প্রেরণা আনে ক্ষীণজীবী মানুষেরি মনে।
যতবার জীবদল একান্তে ভঙ্গুর নীড় রচে
ইতিহাস রথচক্রে ততবার চূর্ণ হয়ে যায়,
ধ্বংসকর্তা বেঁচে রয় সর্বকালে কীর্তির কবচে,
জীবনের গড্ডলিকা ছোটে তারি প্রসাদ আশায়।

তাই বুঝি আগুনেরো অগ্নিমান্দ্য, নিষ্ঠুর তামাসা!
অর্জুন, সামান্য জীব নাশ তরে কেন অজুহাত?
দুর্বল যে অসহায়, জানে না যে দেববোধ্য ভাষা
তার মৃত্যু ধরিত্রীরে বিন্দুমাত্র করে না আঘাত।
কুরুক্ষেত্রজয়ী পার্থ যুগে যুগে রবে কীর্তিমান্,
লুপ্ত খাণ্ডবের নাম ধন্য হবে অর্জুনের সাথে,
আর যে পরাস্ত, মৃত, স্মৃতি তার রাখে না সম্মান
অস্তিত্বের চিহ্ন তার কোনোখানে থাকে না ধরাতে।

নিগূঢ় ধর্মের তত্ত্ব, বীরভোগ্যা পৃথিবীর রীতি,
তোমার দারুণ কর্মে হে পার্থ জ্বলন্ত বর্ণে লেখা।
কলঙ্ক ভূষণ তার সর্বাধিক শক্তিতে যে কৃতী,
জীবনই কলঙ্ক তার দুর্বল যে অসহায় একা।
কৃতীর সকল পাপ ধুয়ে যায় স্তুতির জোয়ারে,
দেবতার আশীর্বাদ তারি পরে ঝরে চিরকাল,—
বিধাতার সৃষ্টিরে যে নিজ বলে মুছে দিতে পারে,
বলিষ্ঠ বাহুতে পারে ফেলে দিতে ধরার জঞ্জাল।

হে পার্থ, হে সব্যসাচী, কৃষ্ণসখা, দেবেন্দ্রের প্রিয়,
নারায়ণ অংশ তুমি, ঈশ্বরের নর-প্রতিকৃতি।
জীবনের আসক্তিতে ভুলে থাকি কেবলি যদিও
তবুও তোমার কর্মে আছে জানি স্রষ্টার স্বীকৃতি।
বিধাতা প্রেরিত বীর দিগ্বিজয়ী আসে ভেঙে দিতে
অহেতু খেলায় গড়া সৃষ্টির তাসের ঘর বুঝি,
তবু যত বহ্নি জ্বলে, অগ্নিশিখা ঘেরে চারিভিতে
তত মোরা মাঠে-ঘাটে নীড়-বাঁধা খড়-কুটো খুঁজি॥

চর

এ-পার গংগা, ও-পার গংগা, মাঝখানে চরে একা
খুঁজি চলে-যাওয়া দূর জাহাজের ধূসর ধূম্ররেখা।
আমার দ্বীপের বিজন এ-পথে চলে না সওদাগরী,
স্রোতে যদি ফুল ভেসে আসে, তাতে ভাসানো চলে না তরী।
মনের তপ্ত পৃথ্বীলোকের জঠর-বৈশ্বানর
মহাদেশ ছিঁড়ে রেখে গেছে এই অসংলগ্ন চর।

ওই জনপদ, ওই যে কুটির, সবই মনে হয় চেনা,
দূর বন্দরে তেমনি কি চলে হৃদয়ের বেচাকেনা ?
কবে একদিন হংসমিথুন হিমপর্বত থেকে
দক্ষিণ পথে নিরুদ্দেশের নির্দেশ গেলো এঁকে —
আকাশে-আকাশে সেতু বেঁধে গেলো, শূন্যে শূন্যে পথ,
সেই সেতুপথে হোল উড্ডীন লঘুভার মনোরথ।

আজিকে ছিন্ন বিশ্লিষ্ট আমি দ্বীপের নিরুদ্দেশে,
হৃদয়ের সেতু বৈশাখী ঝড়ে কোথা চলে গেছে ভেসে।
এখন কেবল নির্বাসনের নিসঙ্গ যন্ত্রণা,
একটি তারার আলো খুঁজে খুঁজে কোটিকোটি তারা গোণা।
এ-পার গংগা, ও-পার গংগা, মাঝখানে ছেঁড়া চরে
সপ্তডিঙার স্বপ্ন এখন ক্রূর পরিহাস করে॥

অশান্ত

আমার শান্তি কোথায় লুকায়ে থাকে ?
উড়ে যায় কোন দূর বাসনার ডাকে ?
কোন দুর্জ্জেয় দুস্তর দেশে লুকালো আমার ঘুম ?
জাগ্রত তাই রাত্রি, যদিও ধরিত্রী নিঃঝুম।

এখনো তো কত গাছের ছায়ায় বিরাম-শয্যা পাতা,
এখনো তো কত অলস দুপুর ঘুঘুডাকা সুরে গাঁথা।
এখনো তো কত নতুন ঘরের শীতল শয্যাতলে
অণুবজ্রের দম্ভ ছাপায়ে মৃদু কথা কারা বলে।
এখনো তো ফোটে ফুল
শরতের মেঘে চকিতে এখনো সংসার হয় ভুল।

আজিকে আমার মনের শান্তি আকাশে বাতাসে খুঁজি,
স্মৃতির সোনার খাঁচা খুলে রেখে কতবার চোখ বুজি,
কথার শিকলে বাঁধি তৃপ্তির ছায়ার বিহঙ্গম,
তবু এ চিত্ত চঞ্চল জঙ্গম।

আমার শান্তি সে কোন দূরের নীড়ে
উড়ে চলে গেল ফেলে রেখে ক্লান্তিরে॥

স্মারক

পৃথিবীর জঠরাগ্নি একদা ফুঁসেছিল নাকি ভারি,
বিজ্ঞরা ক'ন, দুই গোলার্ধে সেই থেকে ছাড়াছাড়ি।
ভূলোকের মানচিত্র সেবার বদলেছে আগাগোড়া,
অকাল প্রলয়ে ডুবেছে অনেক গাছপালা হাতী-ঘোড়া।
সেই এলাকায় ঘরের খাঁচায় নর-নারী-শিশু মিলে
যত ছিল প্রাণ, সবি সে প্রলয় নিয়েছিল নাকি গিলে।
হিসেব খতিয়ে তবু দ্যাখো, ক্ষতি হয়নি তেমন বেশি,
ইতিহাস বলে সেই ঝাঁকুনিতে লভ্যই শেষাশেষি।
গোটা হিমালয় উঠেছে সেবার নিয়ে বড় বড় চূড়া,
জমিটা যদিও ডুবেছে অতলে দাম পাওয়া গেছে পূরা।

দুনিয়ার আর সৃষ্টির এই গূঢ় তাৎপর্য হে
সর্বংসহা ধরণীর বুকে সকল ভাঙাই সহে।
কিছু সয়ে যায় নিরুপায়ে কিছু ক্ষতিপূরণের লাভে,
খেয়ালী মালিক ভাঙেন গড়েন, বাঁচা তো তেনারি তাঁবে।
শুনি তাঁর চোখ নীলাকাশ জোড়া, ছোটখাট লাভ-ক্ষতি,
অত বড় চোখে দেখাই কঠিন, এ তো সোজা কথা অতি।
তা ছাড়া মানুষ মূঢ় অজ্ঞান, কিসে কার ভালো হয়
লোকে কী বা বোঝে? বোঝেন কেবল মালিক করুণাময়।
ভ্রান্ত মানুষ নিজের দুঃখ বড় বেশি করে' দ্যাখে,
বৃহৎ স্বার্থ, মহৎ দুঃখ, বোঝে না কোটিতে একে।

পরম-মালিক আর তাঁর যত প্রতিভূর পিছে পিছে
কত দর্শনকরঙ্কবাহী কত বাণী দিল মিছে।
দারা-সুত-প্রেম — অনেকে বলেছে — মায়াময় বুদ্বুদ
জন্মান্তর পাপের ঋণের চক্রবৃদ্ধি সুদ।
জীবন তুচ্ছ, মোহে ভরা আর পাপে ভরা অতিশয় —
সকল কথাই লাখোবার শুনে' তবু যেন ভুল হয়।
তবু দারা-সুত-পরিজন নিয়ে জীবন শিকড় গাড়ে,
সে শিকড় যদি উপড়ায়, লোকে শাপ দেয় বিধাতারে।
সব ত্রুটি আর সব পাপ নিয়ে তবু এ-জীবন প্রিয়,
ধর্ম-মোক্ষ সকলের চেয়ে মরচোখে রমণীয়।

সে-জীবন আজ খসে' ঝরে পড়ে শুকোনো পাতার মত,
সে-শিকড় আজ বিষাক্ত ঝড়ে বিচ্যুত, বিক্ষত।
জানি বটে তাতে উদাসী ধরার হবে না বিশেষ ক্ষতি,
নতুন শিকড়ে দেখা দেবে ফের আগামী বনস্পতি।
শাখায় শাখায় কচি কিশলয়ে রূপ নেবে মধুমাস,
কোথায় হারাবে বিচ্যুত যত প্রাণের দীর্ঘশ্বাস!
তবুও নতুন দিনের নবান বসন্ত-আগমনে,
লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনাশ থাকে যেন কিছু মনে।
আগামী দিনের সুখী কবি যদি কীর্তি-সৌধ গড়ে,
ভিত্তিতে তার অনেক করোটি, রাখে যেন মনে করে'॥

ঘোড়সোয়ার

কথার ঘোড়ার ঘোড়সোয়ার
নেই বনানী, নেই পাহাড়,
হাওয়ার বেগে গতি,
অরুণ-বরুণ-ইন্দ্রজয়ী
কথার মহারথী।

তেপান্তরের পথিক সেজে
মনের বনে পথ গড়ে যে
কথার বাণের অগ্নিতেজে
পৃথ্বী করে জয়,
যুগান্তরে জমায় পাড়ি
কথার ঘোড়ার সেই সোয়ারী
ছোট্ট ঘরের গণ্ডি ছাড়ি
লঙ্ঘে হিমালয়।

কথার ঘোড়ার ঘোড়সোয়ার
হাওয়ার বেগে চলে
মর্ত্য পাতাল স্বর্গলোকে
বেড়ায় কুতূহলে।

কথার ঘোড়ার ঘোড়সোয়ার
দিব্য চোখের বহ্নি তার
অন্ধকারে জ্যোতি,
সব হীনতার শঙ্কাজয়ী
কথার মহারথী।

কথার ঘোড়ার অশ্বখুরে
ঝর্ণা জাগে পাতাল ফুঁড়ে
স্বর্ণে গড়া রক্ষপুরে
জাগায় বিভীষিকা,
কথার মন্ত্রে আকাশ থেকে
বজ্র আনে নিত্য ডেকে
কথায় এঁকে যায় সে রেখে
আশার পাদটীকা।

কথার ঘোড়ার ঘোড়সোয়ার
নির্বাধা নির্ভীক,
কথার আলোয় দেয় দেখিয়ে
উজ্জীবনের দিক॥

কথার ঘোড়ার ঘোড়সোয়ার
মনের বেগে গতি,
অসম্ভবের রাজ্যজয়ী
কথার মহারথী।

চালাও ঘোড়া দ্বিগুণ বেগে
তীব্র গতির আঘাত লেগে
দানবকুলে উঠুক জেগে
মৃত্যু হেন ভয়,
তোমার কথার তীক্ষ্ণধার
খণ্ড করুক অন্ধকার,
দাও খুলে এক নতুন দ্বার
জীবন যেথা রয়।

কথার ঘোড়ার ঘোড়সোয়াব,
যাত্রী হে শাশ্বত,
অস্ত্রে তোমার মুক্তি আনো
দাও মুছে সব ক্ষত॥

পনেরোই আগষ্ট

সহস্র দিনেরই মতো রৌদ্র-ছায়াময়,
তবু সহস্রের মাঝে এই দিন বড় মনে হয়।

এ-দিন আসে না শুধু আকাশে মাটিতে,
ফুলে-ফলে-নদীজলে সোনার লেখন এঁকে দিতে।
আসে না সে অলিন্দে চত্বরে
ধূলায় মলিন খেলাঘরে
আয়ুর ভগ্নাংশ কেড়ে নিতে,
জলের লেখার মত এই দিন মোছে না চকিতে।

প্রহরের ছিদ্রপথে এই দিন হয় না নিঃশেষ,
আশার দিগন্ত পানে এ দিন উড্ডীন নিরুদ্দেশ
জ্যোতির্ময় লক্ষ্যের সন্ধানে।
দৌর্বল্যের কৃষ্ণমেঘে এই দিন দিব্য বাণ হানে।
চেতনা জাগ্রত হয়, সম্মুখের শোনে সে আহ্বান,
এই দিনে জীবনের সূর্যোদয়ে রাত্রি অবসান।

আমরা কি মৃত্যুশীল ?   ক্ষীণপ্রাণ, নশ্বর, ক্ষণিক ?
সংকীর্ণ কি নরজন্ম ?   হীনযুক্তি এ-মিথ্যারে ধিক্।

মানুষের আশা-স্বপ্ন-কল্পনার কোথা মৃত্যু আছে ?
সন্ততির পারম্পর্যে অনশ্বর মানবাত্মা বাঁচে।
যুগ হতে যুগান্তরে খুঁজি মোরা মহার্ঘ জীবন,
নতুনের আবির্ভাবে মুছে ফেলি মৃত্যুর স্মরণ।
চিরজীবী আমরা যে, তাই,
একটি দিনের মাঝে লক্ষ দীপ্ত দিন খুঁজে পাই।
জানি, মনে জানি,
আমরা হারাই যদি, হারাবে না এ-দিনের বাণী।

তাই
যতোবার জীবনের আশ্রয় হারাই
ততোবার ফিরে দেয় আত্মার প্রত্যয়
সহস্র দিনেরই মতো এই দিন রৌদ্র-ছায়াময়

অদ্যতনী পদ্য

নেই-রাজ্যের খেই-হারানো গল্প মনে আসে,
এই অকাজের খই-ভাজা এক, কাজ কী এ-বিলাসে ?
কল্পনাহীন গল্পে দিয়ে অল্প কিছু নীতি,
লিখতে যদি শিখতে পারি ঠিক তাহলে জিতি।

মন-ভোলানো খেলনা নিয়ে না-হক্ দোকানদারি,
সূক্ষ্মকাজের মূর্খতাতে দুঃখ বাড়ে ভারি।
খদ্দেরে চায় হদ্দ মোটা, সিদ্ধি নাকি তাতে,
ধুম্বো কাজের গুম্ফ ধরে আবাল-বুড়ো মাতে।

তত্রোপরি ক্ষত্রতেজে আমরা আধামরা,
জম্বুদ্বীপে সম্বলই আজ দমভরা গড়গড়া।
রাজ্য এবং পৃথ্বীভাগের ঝক্‌মকে সব ছুরি
কখন নামে ডাহিন-বামে, ভয়েই জুজুবুড়ি।

এমনিতরো ক্ষুদ্র বড় লক্ষ ঝামেলাতে
কল্পনা সে অল্প কিছু গল্প-গাথা গাঁথে,
সেই মালাটা লুকিয়ে রাখি, কুঁকিয়ে কেঁদে বলি,
'আমার ঘরে কিচ্ছুটি নেই, শূন্য আমার থলি।'

রাজা

জরি আর পুঁতি গাঁথা জমকালো চোগা-চাপকানে
জাঁদরেল চেহারায় পার্ট করে যাত্রার রাজা ;
উষ্ণীষ-আভরণ সবি আছে আয়োজন যা-যা,
রাজসিক হাবভাব, রাজকীয় চাল সবি জানে।
ভোর হলে এই সাজ ফিরে যাবে ভাড়ার দোকানে,
ঘরে আছে হেঁটো ধুতি, কড়া সাজা দু'ছিলিম গাঁজা,
হুকুমের জরু আছে, আছে তাড়ি আর তেলেভাজা,—
আরেক রাজার পার্ট্— ভাষাটা তফাৎ, একই মানে।

কিছু জেতে বীররসে, কিছু কিছু করুণ রসের
বিগলিত অভিনয়ে আসর-বাসর করে মাত,
জীবনের পালাগানে মেডেল-ইনাম নেয় জিতে,
কখনো নিজেরে ঢাকে নেশা দিয়ে, কখনো জরিতে,
যত মিছে অভিনয় তত তার পাবার বরাত,
কেননা সে জেনে গেছে সিধে পথ দেশের-দশের ॥

ছাগল

গাম্ভীর্য ও প্রজ্ঞা যেন বিচ্ছুরিত দাঁড়ির আভাসে,
শৃঙ্গ দেখে শঙ্কা হয় তেড়ে বুঝি ঢুঁ মারে কখন,
উদাসীন দৃষ্টি, কিন্তু তৃণশষ্পে লক্ষ্য বিলক্ষণ,
যাহা পায় তাহা খায় দ্বিধাহীন নির্বিচার গ্রাসে।
নশ্বর মাংসল দেহ, তবু কিন্তু খুঁটি ছেঁড়ে না সে,
সঞ্চয়ের মূল্য জানে,— ফল পায় চর্বিত-চর্বণ।
ধারে না রুচির ধার, নির্বিকল্প অনুদ্বিগ্ন মন,
তত্ত্ববেত্তা দার্শনিক, বিশ্বরূপ দেখে কচি ঘাসে।

অস্থি-মাংস-মেদ-মজ্জা, ভুমো ভুমো কিংবা মিহি কিমা,
স্বাস্থ্য আর কান্তি দানে সবি ধন্য সভ্যতার হিতে।
সর্বদেশে-কালে প্রিয়, হোক পক্ব যে-কোনো রীতিতে,
ধর্মে-কর্মে পালে-পর্বে স্বতঃসিদ্ধ জাতীয় মহিমা।
বলি-বাদ্যে কীর্তি ঘোষে নিজ-চর্মে গড়া জয়ঢাক —
তবুও কী সহ্যশীল দণ্ডাহত শ্যামল পোষাক ॥

ফানুস

ফানুসেরো দিন আছে ; উঁচু থেকে ওঠে সে উঁচুতে,
নিচের লোকেরা ভাবে সে-ও বুঝি তারারি সামিল।
গরম বাতাসে ফেঁপে মহাশূন্যে করে কিলবিল,
অহংকারে ডগমগ, —কার সাধ্য পারে তারে ছুঁতে ?
ফানুসেরো দিন আছে ; চুপসানো যদিও শুরুতে —
পেটে তাপ পেলে হয় চাঁদখেকো যেন তিমিঙ্গিল।
রঙিন পোশাকে করে মোমের আলোয় ঝিলমিল,
যোজন-যোজন উড়ে চলে যায় বাতাসের ফুঁতে।

অতি-সস্তা, শিশুতোষ্য, শূন্যগর্ভ রঙিন কাগজ
দশচক্রে ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের চক্ষে দেয় ধোঁয়া,
গম্ভীর মন্থর চালে অন্তরীক্ষে চলে ধূম্রধ্বজ,
নিম্নবর্তী মন্তব্যের বিন্দুমাত্র করে না পরোয়া।
যতক্ষণ ঊর্ধ্বচারী ততক্ষণ সে-ও তো দিগ্‌গজ,
সুদূরে বিহার তার একমাত্র এ-টুকু বাঁচোয়া॥

ভোট

নাতিহ্রস্বদীর্ঘস্থূল, অনতিশীতোষ্ণ, নাতিস্থির,
গুণে আর পরিসরে এবম্বিধ চৌকস মগজে
জনতা-নায়িকা সদা প্রাণমন সমর্পিয়া ভজে ;
সর্বদা গলায় দড়ি পৃথিবীতে অতীব বুদ্ধির।
মধ্যম অধম এই দুই পাটে গড়া যাঁতাটির
পেষণে উত্তম মাথা ডাল হয়ে সুধারসে মজে,
জনতা নামিনী বামা পেষে তারে জরুরি গরজে
নেতারূপী নায়কের অবিচ্ছিন্ন উদর পূর্তির।

অতিসভ্য পৃথিবীতে সংক্ষেপে ইহারে কয় ভোট,
অত্যুচ্চ মস্তিষ্কগুলি চাঁটা খেয়ে ঢুকে যায় পেটে,
যত উগ্র কণ্ঠ আর যতই দুরন্ত বাহ্বাস্ফোট
জনতার স্বয়ম্বরে মালা পায় ততই নিরেটে।
গড্ডল প্রবাহ যবে মহোল্লাসে হয় এক জোট
গড্ডল-সর্দার সথে কোন্ প্রতিদ্বন্দ্বী ওঠে এঁটে ?

প্রেতচরিত

পৃথিবীর অন্ধকার আনাচে কানাচে,
হিজিবিজি চিন্তার বাঁকের কাছে কাছে,
প্রেতের মতন অশরীরী, অসহায় —
মনীষা ও প্রতিভার ভূতুড়ে ছায়ারা মিলে
ভয়ংকর জটলা জমায়।
অসম্ভব কথা সব বলে তারা, দুর্বোধ্য ভাষাতে
করে তারা কিচির-মিচির ;
কল্পনার ভূতিনীরে চুলের মুঠোয় ধরে
নিয়ে এসে খেলাঘর পাতে,
অন্ধকারে অন্তরালে অশরীরী মস্তিষ্কেরা করে মহা ভিড়।

কতো কী যে বলে তারা কে বা দেয় কান?
কিম্ভূত ভাবনা আর উদ্ভট বক্তব্য নিয়ে
এদের অদ্ভুত অভিযান।
দুর্বোধ্য খুশিতে আর বিচিত্র খেয়ালে
অতি সূক্ষ্ম চিন্তার তন্তুর বেড়াজালে
পৃথিবীর আনন্দের সবটুকু ছেঁকে নিতে চায় ;
ভূতে-পাওয়া ডানা মেলে দুর্বার গতিতে ছুটে যায়
সাহিত্যের, শিল্পের ও বিজ্ঞানের মরু-অভিযানে।

বিভ্রান্ত প্রেতের দল, জীবনের জানে নাকো মানে,
একেবারে রাখে না খবর —
কত ধানে কত চাল, কত চালে কতটা কাঁকর।
কল্পনার ভাঙা তাঁতে ভবিষ্যের জামদানি বোনে,
জীবন জড়ায়ে রাখে দুরাশার টানা ও পোড়েনে।

ওদের এ অস্তিত্বের কোনো দাম নেই
কামধেনু দোয় বটে, দই তার মারে নেপোতেই।
ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে যদি বা ক্বচিৎ পিণ্ড মেলে
অগত্যা তৃপ্তিতে সেই অবজ্ঞার উচ্ছিষ্টেরে গেলে
এদিকে ভারিক্কে চাল, অথচ এমনি বেয়াকুব —
চালচুলো নেই কিন্তু শূন্যকুম্ভ দম্ভ আছে খুব।

এই একদল শীর্ণ প্রতিভা ও মনীষার প্রেত
বিশল্যকরণী খুঁজে গন্ধমাদনেরে তুলে
নিতে চায় শিকড় সমেত।
দুনিয়ার বুকে-বেঁধা শক্তিশেল ধ'রে মারে টান,
উপবাসী জীর্ণকায়, মনে ভাবে কতো না জোয়ান!
বড় বড় কাণ্ড করা শখ্—
পৃথিবীর চিন্তা বয়, এমনি নিরেট আহাম্মক।
যদিও মেলে্ না ভিখ্ তবু এরা এমনি বাতুল
নিজেদের কৃতিত্বের বাহবাতে নিজেরা মশ্গুল।

হাজার কি লক্ষ বছরের ইতিহাস ধরে এরা
— অলৌকিক, অবাঞ্ছিত, অনিকেত এ-সব প্রেতেরা
চেপে আছে সিন্দবাদ-পৃথিবীর ঘাড়ে,
ইঁদুরের মতো এরা সিঁদ কাটে এ বিশ্বের চিন্তার ভাড়ারে।
সমাজের কানে কানে বুদ্ধিনাশা পরামর্শ জপে
জীবনের মানে লেখে অর্থহীন নতুন হরপে।
উদ্ভট কল্পনা দিয়ে জাগায় বিপ্লব —
সুখে ও শান্তিতে থাকা এদের জ্বালায় অসম্ভব।

এই সব প্রেতদের আস্তানা ও অস্তিত্ব এড়িয়ে
অধিকাংশ লোক থাকে মনের দুয়ারে খিল দিয়ে।
চোখ কান বন্ধ করে' অধিকাংশ বুদ্ধিমান বীর
পরিবার-শ্রাব্য স্বরে হত্যা করে রাজা ও উজীর।
কিছু সংখ্যা অতি-বুদ্ধিমান
অলৌকিক পুণ্যলোভে জুতো মেরে করে গরুদান।
পিণ্ড-লোভী কোনো প্রেত এনাদের বদান্যতা ফলে
প্রেতাত্মিক সারাংশকে বলি দিয়ে পূর্বজন্ম ভোলে।
নবজন্মে ধন্য হয়ে বাঁধে তারা হুঁশিয়ার বাসা,
কংকালে গজায় ভুঁড়ি খাসা।

তবুও এ জীবনের প্রতি মোড়ে মোড়ে
প্রতিভা ও মনীষার মুক্তিহীন প্রেতদল ঘোরে।
সর্বক্ষেত্রে বিতাড়িত, নিত্য উপবাসী,
নরর্ষভদের দ্বারে প্রসাদ-প্রত্যাশী।

কখনো শেখেনা ঠেকে, অনাসৃষ্টি ধারণার
বিষবৃক্ষ বীজ বুনে যায়,
আয়েশের বীণা ঘিরে অতৃপ্তির ছেঁড়া তার কেবলি জড়ায়।
স্রষ্টার সমান হতে দুরাকাঙ্ক্ষা ভারি,
স্বর্গ-রাজ-তক্ত নিয়ে শূন্য মাঝে করে কাড়াকাড়ি।
তবুও তো বৃষস্কন্ধগণ
অনুকম্পাভরে নিত্য সহ্য করে হেন আচরণ।

কেবল যখন
পৃথিবী ঘুমন্ত, স্তব্ধ শূন্য বাট, সৈকত নির্জন,
আকাশের ঢাকনার অন্তরাল থেকে কোনো রসিক নাগরে
তারার ঝাঁঝরা পথে রঙ নিয়ে হোলি খেলা করে,
তখন উদার মৌন গ্লানিহীন আকাশের তলে
মনীষা ও প্রতিভার প্রেতগুলি জোটে দলে দলে।
তখন ওরাও নাকি নিমন্ত্রণ পায়
মানুষের যৌবরাজ্য অভিষেকে জগৎ সভায়।
ভূয়োদর্শী বুদ্ধিমান ভাগ্যের বিধাতাগণ জানে
এ কথার সমর্থন নেই কোনো শাস্ত্রে ও পুরাণে॥